ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও পাঠ্যপুস্তক

দিলরুবা কবির

আমাদের দেশে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছর বেড়েই চলছে। পৃথিবীর বড়ো বড়ো কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রী (আন্ডার গ্রাজুয়েট) দেখে বা আছে জেনে আমরা আনন্দিত হই। এটাকে স্কলাসটিকা, গ্রিনহেরাল্ড, সানবিমসহ আরো কয়েকটি স্কুলের প্রিন্সিপালগণের প্রচেষ্টার ফসল বলা চলে। মেধাবী শিক্ষার্থী আমাদের আগেও ছিল এখনও আছে, হোক তা বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের। এদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রাতিষ্ঠানিক যে রূপ দেওয়া প্রয়োজন তা স্কুল কর্তৃপক্ষ করছেন বৈ কি! আমাদের তো চাহিদার শেষ নেই— তাছাড়া প্রতিটি স্কুলই তো Perfect নয়। তাই যদি হবে তাহলে একটু উপরের শ্রেণীতে গেলে কেন তাদের Private tutor লাগে? কেন স্কুলের Teacher-রাই batch-এ এতোজন করে পড়াচ্ছেন, যারা Private পড়ছে না, তাদেরকে উৎসাহিত করছেন Private পড়তে, যদিও উচ্চবিত্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসে। আমাদের মনে রাখতে হবে উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এলেও সবার আয়ের উৎস এক ধরনের নয়। কিছু কিছু মধ্যবিত্ত যারা শিক্ষাকে জীবনের খুব প্রাধান্য দেন তারা অনেক কষ্ট করে হলেও বাচ্চাকে ভালো স্কুলে পড়াতে চান, যদিও প্রথমে বুঝতে পারেন না যে পরবর্তী সময়ে tutor-এর ফাঁদে পড়তে হবে। এমন অভিভাবককে আমি কাঁদতেও দেখেছি, সবার বাচ্চা Tutor-এর কাছে গেলেও তিনি কখনো তা চিন্তা করার সাহস পাননি। বেতন ঘন ঘন বর্ধিত হওয়ায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষিকার কাছে যাওয়ায় তিনি ৫০% বেতন নিয়ে পড়াতে রাজি হন। মুবারকবাদ জানাই এ ধরনের মানুষকে (প্রধান শিক্ষিকাদের)।

বিদেশে যখন বৃত্তি নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে আমরা গর্বিত হই; একই সময়ে কষ্ট পাই দেখে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছাত্রছাত্রীরা বাংলা লিখতে পারছে না ঠিকমতো, বলতে গেলেও অনেক শব্দের অর্থই না বুঝেই বলে। মাধ্যম ইংরেজি হলেই কি নিজের ভাষায় প্রতি অবজ্ঞা দেখাবো? বাংলা মাধ্যম ভালো স্কুলগুলোয় (হলিক্রস, নটরডেম, ভিকারুননেছা) এ ধরনের শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে ইংরেজি শেখার সঙ্গে পাশাপাশি বাংলাও একইভাবে চর্চা করছে। বাংলা মাধ্যম বলে তো তারা ইংরেজিকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাহলে ইংরেজি মাধ্যম বলে বাংলার গুরুত্ব কমে যাবে কেন? আমাদের গুটিকয়েক বাচ্চা আমেরিকান স্কুলে, ISD (International School Dhaka)-তে যাচ্ছে। কিছু কিছু অভিভাবক মনে করেন এতো খরচ করে ইংরেজি (বিদেশী) স্কুলে পড়াচ্ছি, বাচ্চারা বাংলা কেন জানবে। দুএকজন অভিভাবক গর্ব করে শিক্ষকদের বলেন, আমার বাচ্চা খুব ভালো ইংরেজি পারে, বাসায়ও বাংলা না বলায় ভালো বাংলা বলতে পারে না। এদিকে বিদেশী শিক্ষকগণ আমাদের বোকামি দেখে হাসে, নিজের ভাষাকে, নিজের সংস্কৃতিকে সচেতনভাবে অবহেলা করি বলে। শুধু কি ভাষা বা সংস্কৃতিকেই অবহেলা করি? অনেক বছর ধরে আমাদের দেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো চলছে ভারত ও সিঙ্গাপুরের বইগুলোর ওপর নির্ভর করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসব স্কুলের পরীক্ষাগুলো হয়। সিঙ্গাপুর তো ভারতের বই পড়ায় না, ভারতও পড়ায় না সিঙ্গাপুরের বই। নিজেদের বই নিজেরা লেখা যাতে প্রতিফলন ঘটে নিজের দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প এসবের (শুধু ইংরেজি বা বিজ্ঞানের যা সর্বজনীনভাবে এক— তখন ব্রিটিশ বইও পড়ে)।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিতে হলে তা হতে হবে শিক্ষার্থীর জন্য সম্মানজনক আত্মশ্রদ্ধাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক হিসেবে। সাম্প্রতিককালে অক্সফোর্ড স্কুলে বাংলাদেশের ওপর ইংরেজি বই পড়ানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। বইগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবেন অন্যান্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে মতামত দিয়ে উন্নয়ন ঘটানোর দায়িত্ব তাদেরই।

আমাদের দেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো মিলে কোনো বোর্ড আছে কি? আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ন্ত্রণ আছে কি—যা একান্তই আবশ্যক। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, প্রশ্নপত্র তো আসবে লন্ডন থেকে। আমরা যদি নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজেদের লেখা বই ছেলেমেয়েদের পড়াই তাহলে তারাও ভিন্ন প্রশ্নপত্র বানাতে বাধ্য হবে। যেমন সিঙ্গাপুর এবং ভারতের জন্য আলাদা বানাচ্ছে এখন। আর তা যদি না করি? তাহলে আন্তর্জাতিক মানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এসব শিক্ষার্থী পড়তে গেলেও নিজের দেশের ব্যাপারে তারা থেকে যায় অনেকটাই অজ্ঞ। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিতে হলে তা হতে হবে শিক্ষার্থীর জন্য সম্মানজনক আত্মশ্রদ্ধাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক হিসেবে। সাম্প্রতিককালে অক্সফোর্ড স্কুলে বাংলাদেশের ওপর ইংরেজি বই পড়ানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। বইগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবেন অন্যান্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে মতামত দিয়ে উন্নয়ন ঘটানোর দায়িত্ব তাদেরই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্ররা এ কে ফজলুল হক কে ছিলেন, ভাসানী কে ছিলেন তা জানে না। কোন কোন কৃষিজাত পণ্যে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ, চা বাগান কোথায়, সমুদ্র বন্দর কোথায়, কোথায় আছে বড়ো বড়ো পাহাড় জানে না, জানে না আদিবাসীদের কথা, রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্কেও জানে না তেমন কিছু।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে কতোটা দায়বদ্ধতা আছে এই স্কুলগুলোর, তা আমি জানি না। তবে সিঙ্গাপুরে দেখেছি প্রশ্নপত্র বিলেত থেকে আসলেও পরীক্ষা পরিচালনা, পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করে সিঙ্গাপুর শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচেতনতার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে দেশীয় ইতিহাস, সংস্কৃতিতে নিজেদের উন্নত করে— ইংরেজি মাধ্যম থেকে।

দেরি হলেও আর তো দেরি করার সময় নেই আমাদের। তাই এখনই নিতে হবে পদক্ষেপ। ভালো কোনো কাজ করার সৎ সাহস সব ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের আছে এ আমাদের বিশ্বাস। শুধু ব্যবসায়িক মনোভাব নয়, মানুষ গড়ার কারিগর তাদের বড়ো পরিচয়।

দিলরুবা কবির : কর্মী, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি।

APR 28 2008